দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...OCT. 23 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সরকারের অর্থ ছাড়ের ঘোষণা এখন প্রতারণা।

উৎসব ভাতা পাননি প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ শিক্ষক লাঞ্ছনায় গত পাঁচ বছরে রেকর্ড করেছে জোট সরকার। চাকরিচ্যুতি, নির্যাতন, নিপীড়ন, যুগ যুগ ধরে প্রাপ্ত ভাতা প্রত্যাহার করে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাড়ি ভাড়ার নামে করা হয়েছে নিছক উপহাস। আর প্রতিটি ঈদে শিক্ষকদের উৎসব ভাতা নিয়ে ন্যক্কারজনক আচরণ করা হয়েছে।

জোট সরকারের গত পাঁচ বছরে কোন ঈদেই শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময়ে উৎসব ভাতা পাননি। সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতিটি ঈদের নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে নির্ধারিত উৎসব ভাতা পেলেও কেবল ব্যতিক্রম ঘটেছে এমপিওভুক্ত বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। বিগত ঈদগুলোর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে এবারেও। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের নূন্যতম উৎসব ভাতা ছাড় করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। মন্ত্রণালয় থেকে বৃহস্পতিবার ছাড় করণের পরের দু'দিন অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার সরকারী সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ভাতার টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর শাখায় পৌঁছেনি। ফলে এবারও ঈদের আগে যত সামান্য উৎসব ভাতা বা বোনাসের টাকা উত্তোলন করতে পারেননি শিক্ষক-কর্মচারীরা। অর্থাৎ বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা উৎসব ভাতার টাকা হাতে পেলেন না। একই ভাবে চলতি মাস প্রায় শেষ হলেও মাসিক বেতন ছাড় করাও হয়নি। ফলে বেতন-ভাতা ছাড়া যেমনটি হবার সেভাবেই ঈদ নামের উৎসবের সময় কাটাবেন এমপিওভুক্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর পরিবার-পরিজন। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন ধরে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতার দাবী জানিয়ে আসলেও সে দাবী সরকারের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে চরমভাবে।

জানা যায়, বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে শিক্ষকদের সরকারী কোষাগার থেকে প্রদত্ত বেতনের ২৫ শতাংশ এবং কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ উৎসব ভাতা হিসেবে দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। প্রতিটি ঈদের আগেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ উৎসব ভাতার টাকা শিক্ষকদের ব্যাংকে হিসেবে পৌঁছে দেয়ার বিধান থাকলেও জোট সরকারের গত পাঁচ বছরের দফায় দফায় ভাঙা হয়েছে সে রেওয়াজ। এমনভাবে টাকা ছাড় করা হয়েছে যাতে করে শিক্ষক-কর্মচারীরা ঈদের আগে টাকা তুলতে না পারেন। এবারের ঈদের উৎসব ভাতা হিসেবে সরকারী কোষাগার থেকে ৯৫ শতাংশ মূলবেতনের হিসেবে উৎসব ভাতা ছাড় করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

এ বিষয়ে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যতম বৃহৎ জোট জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ গতকাল ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষক বিদ্বেষী জোট সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ঈদের আগে যাতে শিক্ষকরা নামমাত্র উৎসব ভাতার টাকা হাতে না পায় সে জন্যই পরিকল্পিতভাবে সরকারী কোষাগার থেকে টাকা ছাড় করেছে। বিগত ঈদগুলোর ন্যায় এবারও একই কাণ্ড করেছে। ফলে রোববার পর্যন্ত সারাদেশের কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কেউ উৎসব ভাতার টাকা হাতে পাননি।

তিনি বলেন, সরকারী কর্মকর্তা বা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা যদি ঈদের মাসে ১৫ তারিখের ভেতর সে মাসের বেতনসহ উৎসব ভাতা উত্তোলন করতে পারে তাহলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কেন এমন টালবাহানা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সদিচ্ছা থাকলে আরো এক সপ্তাহ আগে টাকা ছাড়ের ব্যবস্থা নেয়া যেত। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি এহেন নির্দয় আচরণ ও অবহেলার কড়ায়গণ্ডায় মাসুল দিতে হবে আগামী নির্বাচনে জোটের শরিক দলগুলোকে।

বোনাসের টাকা শিক্ষক-কর্মচারীরা ঈদের আগে তুলতে পারবেন কিনা সে প্রসঙ্গে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি প্রিন্সিপাল শরীফুল ইসলাম শুধু বললেন– ওয়াটার ওয়াটার এভরি হয়ার/নট এ ড্রপ টু ড্রিংক।